মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর।
www.jessoreboard.gov.bd

স্মারক সংখ্যা-বিঅ-৬/৪২৬৩/২৭৬ তারিখ : ০৭-০৭-২০২২ খ্রি.

বিষয় : সাময়িক বরখাস্তকৃত প্রধান শিক্ষক জনাব শুক্লা রানী মন্ডল-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত প্রসঙ্গে

সূত্র : বিগত ১৬-০৬-২০২২ খ্রি. তারিখের আপিল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটির ৮০তম সভার ০২ নং আলোচ্যসূচির ০১ নং ক্রমিকের সিদ্ধান্ত

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলাধীন জাহানাবাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সাময়িক বরখাস্তকৃত প্রধান শিক্ষক জনাব শুক্লা রানী মন্ডল-এর বিরুদ্ধে প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব উত্তম কুমার পাল, জাহানাবাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, সালতলা, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট কর্তৃক আনীত অভিযোগগুলি যাচাই-বাছাই করে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশক্রমে আপনাকে অনুরোধ করা হলো।

বাদীর অভিযোগের কপি সংযুক্ত :

(ড. বিশ্বাস শাহিন আহম্মদ)
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
যশোর
ফোন : ০২৪৭৭৭৬২৭০৫

জেলা শিক্ষা অফিসার
বাগেরহাট

স্মারক সংখ্যা-বিঅ-৬/৪২৬৩/২৭৬(১-৭) তারিখ : ০৭-০৭-২০২২ খ্রি.

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হলো :

১। জেলা শিক্ষা অফিসার, বাগেরহাট।
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট।
৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট ।
৪। সভাপতি, এডহক/ম্যানেজিং কমিটি, জাহানাবাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, সালতলা, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট।
৫। প্রধান শিক্ষক, জাহানাবাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, সালতলা, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট।
৬। জনাব শুক্লা রানী মন্ডল, সাময়িক বরখাস্তকৃত প্রধান শিক্ষক, জাহানাবাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, সালতলা, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট।
৭। সংরক্ষণ নথি।

০৭.০৭.২০২২
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
যশোর

০৭/৭/২২

zulfikar- AA-Inv-2

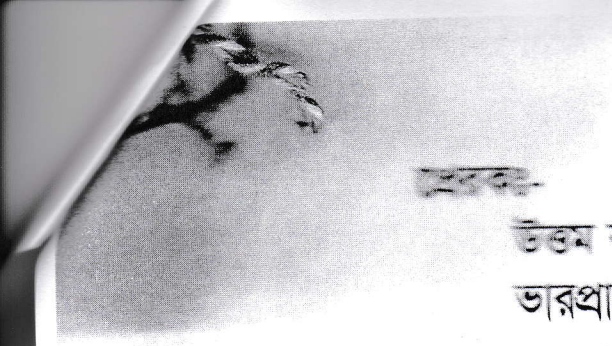

প্রেরকঃ-

উত্তম কুমার পাল
ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক
জাহানাবাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
বাগেরহাট।

প্রাপকঃ- চেয়ারম্যান
আপীল এন্ড আরবিট্রেশন
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
যশোর।

জনাব,

যথাযথ সম্মান পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি বাগেরহাট জাহানাবাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হইতেছি। আপনার নির্দেশিত সাময়ীক বরখাস্ত কৃত প্রধান শিক্ষক জনাবা শুল্কা রানী মন্ডলের বিরুদ্ধে সকল অভিযোগের মধ্যে জরুরী আংশিক কাগজপত্র ফিরিস্তি সহকারে দাখিল দেওয়া হইল। প্রকাশ থাকে যে, ইহা ছাড়া আরও অভিযোগ উক্ত প্রঃ শিঃ শুল্কা রানী মন্ডলের বিরুদ্ধে পেন্ডিং আছে যাহা জেলা প্রশাষক মহোদয় ও আদালতে মামলাও বর্তমানে চলমান আছে যাহা সাধারন জনগনের নিকট থেকে স্কুলে চাকুরী দেওয়ার নামে ঘুষ গ্রহনের অভিযোগ। ফিরিস্তিকৃত কাগজপত্র হুবাহু সত্যায়িত আকারে জমা প্রদান করা হইল। উক্ত ফিরিস্তিকৃত কাগজপত্র হুজুরের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হইল।

অতএব উল্লেখিত ফিরিস্তিকৃত কাগজপত্র গ্রহন পূর্বক যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনে হুজুরের মর্জি হয়।

বিনীত সত্যায়িত

চেয়ারম্যান,

আপীল এন্ড আরবিট্রেশন

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

যশোর।

ক্রমিক নং

১। জাহানাবাদ উঃ বাঃ বিদ্যাঃ আয় ব্যায়ের আভ্যন্তরিন ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬ সনের অডিট প্রতিবেদন যাহাতে প্রধান শিক্ষিকা শুল্কা রানী মন্ডলের বিরুদ্ধে ২,৫৯,২০৬.৬৬ টাকা আত্নসাৎ দেখা যায় (সত্যায়িত ফটোকপি)

..... ১৯ ফর্দ(১-১৯ পৃষ্ঠা)

২। ২,৫৯,২০৬.৬৬ টাকা আত্নসাৎ পরিলক্ষিত হওয়ায় ব্যাংক ষ্টেটমেন্ট তোলা প্রয়োজন হয় এবং জনতা ও অগ্রনী ব্যাংক ষ্টেটমেন্ট সত্যায়িত ফটোকপি-

..... ৫ ফর্দ(২০-২৪ পৃষ্ঠা)

৩। উক্ত ব্যাংক ষ্টেটমেন্ট তোলার পর স্কুল কর্তৃপক্ষ দেখতে পান বিভিন্ন তারিখে ১১টি চেকের মাধ্যমে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও পি.টি.এ এ্যাকাউন্টের সদস্য সচিব ও সদস্যের স্বাক্ষর জ্বাল করে উক্ত এ্যাকাউন্ট থেকে মোট ১,০৮,০০০/-(এক লক্ষ আট হাজার) টাকা শুল্কা রানী মন্ডল ও উজ্জল কুমার পাল (অফিস সহকারী) গোপনে তুলিয়া লইয়া আত্নসাৎ করিয়াছেন পরিলক্ষিত হইয়াছে। সেই মর্মে গত ২৯-৩-১৮ তারিখে স্কুল কর্তৃপক্ষ মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন শুল্কা রানী মন্ডল ও উজ্জল কুমার পাল (অঃ সঃ) দের বিরুদ্ধে সেই মর্মে রেজুলেশনের কপি)

..... ৬ ফর্দ(২৫-৩০ পৃষ্ঠা)

৪। উক্ত এ্যাকাউন্ট দ্বয় থেকে শুল্কা রানী মন্ডল (প্রঃ শিঃ) ও উজ্জল পাল (অফিস সহকারী) আত্নসাৎ কৃত টাকার ৪০,০০০/- টাকা ফেরৎ প্রদান করে উজ্জল পাল নিজ হাতে লিখিত ষ্টেটমেন্ট দেয় (সত্যায়িত ফটোকপি)

.....২ ফর্দ(৩১-৩২ পৃষ্ঠা)

৫। স্কুল কর্তৃপক্ষ বাকী টাকা ফেরৎ না পেয়ে বাধ্য হয়ে আদালতে শুল্কা রানী মন্ডল ও উজ্জল পাল এর বিরুদ্ধে সি.আর ৩৮৮/১৮ নং মামলা করেন উক্ত মামলায় কোর্ট ও/সি বাগেরহাট সদর থানার নিকট তদন্ত চাইলে পুলিশ কোর্টে তদন্ত রিপোর্ট পেশ করেন সেই তদন্ত রিপোর্টের কপি- (৩৩-৩৭)

..... ৭ ফর্দ(~~৩৩-৪৫~~ পৃষ্ঠা)

৬। প্রধান শিক্ষক শুল্কা রানী মন্ডলকে সকল অসাদাচরন এর কারনে স্কুল কর্তৃপক্ষ গত ইং ৪/৪/১৮ তারিখ সাময়িক বরখাস্ত করিলে শুল্কা রানী মন্ডল কোন সন্তোষজনক জবাব না দেওয়ায় তাহাকে স্থায়ী বরখাস্ত করনের জন্য অনুমোদন চেয়ে আরবিট্রেশন কাউন্সিলে দরখাস্ত দেওয়া হয়। ৪১-৪১

.....২ ফর্দ(~~৩৫-৩৬~~ পৃষ্ঠা)

৭। উক্ত সি.আর. ৩৮৮/১৮ নং মামলায় পুলিশ রিপোর্ট দিলে শুক্কা রানী মন্ডল ও উজ্জল কুমার পালের বিরুদ্ধে কোর্ট ডাইরেক্ট ওয়ারেন্ট দেন- (সত্যায়িত ফটোকপি)

৪২-৪৩

.....২ ফর্দ(~~৩৭-৩৮~~ পৃষ্ঠা)

৮। উক্ত সি.আর ৩৮৮/১৮নং মামলায় (প্রঃ শিঃ) শুক্কা রানী মন্ডল কে কোর্ট ৪/২/১৯ তারিখে জেল হাজতে আটক করলে শুক্কা রানী মন্ডল বার বার আদালতে জামিনের প্রার্থনা করেন এবং না মঞ্জুর হয়। উক্ত মকর্দ্দমা বর্তমানে স্বাক্ষী গ্রহন চলছে মামলাটি চলমান আছে। আদালতে পরবর্তী স্বাক্ষীর জন্য তারিখ আছে- ১২/০৯/২২

৪৪-৫২

.....৯ ফর্দ(~~৩৯-৪৭~~ পৃষ্ঠা)

৯। প্রঃ শিঃ শুক্কা রানী মন্ডলকে স্কুল কর্তৃপক্ষ সাময়ীক বরখাস্ত করলে শুক্কা রানী মন্ডল স্কুলের চার্জ বুঝে দেন না এবং উপরন্তু স্কুল পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত জরুরী ২১ প্রকার সহ আরও মালামাল জোর পূর্বক নিজ হেফাজতে আটক রাখায় স্কুল কর্তৃপক্ষ মালামাল উদ্ধারের জন্য বিজ্ঞ অতিঃ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মিস- ৫১/১৮ নং মামলা করলে কোর্টের নির্দেশে শিক্ষা অফিসার (৩ জন) মিলে ১০ প্রকার মালামাল উদ্ধার করেছেন বাকী মালামালও উপরন্তু আরও কিছু মালামাল গুলো এখানো ফেরৎ প্রদান করেন নাই নিজ হেফাজতে আটক রেখেছেন সেহেতু স্কুল কর্তৃপক্ষ বাকী মালামাল ফেরৎ পাওয়ার বা উদ্ধার করার জন্য বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ আদালতে ক্রিঃ রিঃ ১৫১/১৯নং মকর্দ্দমা করিলে উক্ত মকর্দ্দমা বিচারাধীন প্রক্রিয়ায় আছে যাহার পরবর্তী তাং ১৮/৯/২২ তারিখ, যাহার কপি (মামলা চলমান)

৫৩-৬৪

.....~~১২~~ ফর্দ(~~৪৮-৫৩~~ পৃষ্ঠা)

১০। প্রঃ শিঃ শুক্কা রানী ও উজ্জল পাল এর দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ আদালতে স্কুল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে দূর্নীতি দমন আইনে স্পেশাল -১/২০ নং মামলা করা হইয়াছে যাহা দূর্নীতি দমন কমিশনে তদন্তধীন অবস্থায় আছে মামলা চলমান(মামলা চলমান)

৬৫-৭৯

..... ৭ ফর্দ(~~৫৪-৬০~~ পৃষ্ঠা)

১১। প্রঃ শিঃ শুক্কা রানী মন্ডল বরখাস্তের নোটিশ পেয়ে জবাব প্রদান না করে ৩০(ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে মহা পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বরাবর আপীল না করে সহকারী জজ আদালত বাগেরহাট সদর কোর্টে দেঃ ১০৬/১৮ নং নিষেধাজ্ঞার মামলা করেন-

৭২-৭৯

..... ৮ ফর্দ(~~৬১-৬৮~~ পৃষ্ঠা)

১২। প্রঃ শিঃ শুক্কা রানী মন্ডলের উক্ত দেঃ ১০৬/১৮ নং মামলাটি কোর্ট খারিজ করেন এবং শুক্কা রানী মন্ডলের বিপক্ষে রায় দেন

৮০-৮৬

..... ৭ ফর্দ(~~৬৯-৭৫~~ পৃষ্ঠা)

১৩। প্রঃ শিঃ শুক্কা রানী মন্ডল নিম্ন আদালতে হেরে গেলে উক্ত দেঃ ১০৬/১৮নং

জাহানাবাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, শালতলা, বাগেরহাট-এর
অভ্যন্তরিন অডিট প্রতিবেদন: ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর
ব্যয়ের খাতা ও ভাউসার-এর তুলনামুলক খরচের বিবরণ

গত ২০/০২/২০১৭ ইং তারিখে ম্যানেজিং কমিটির ০২/১৭নং আদেশ অনুযায়ী আন্ত:অডিট উপ-কমিটি গঠনে ও বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন। কিন্তু সময় ও সুযোগের অভাবে তাৎক্ষণিক উপকমিটিকে কার্যকরী করতে অনেক বিলম্ব করা হয়। ২০/০২/২০১৭ ইং পরবর্তী তারিখ থেকে ২৪/৪/২০১৭ ইং তারিখ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ব্যয় করা হয়েছে। যা কমিটির আদেশকে অমান্য করার সামিল। ২১/৪/২০১৭ ইং তারিখে বিদ্যোৎসাহী সদস্য মিসেস রিনা তালুকদার স্কুলে আসেন এবং ২ অর্থ বছরে অডিট সম্পন্ন হচ্ছে কিনা খোজ নেন। না হওয়াতে তিনি পুনরায় মৌখিক আদেশ দেন এবং তৎপরবর্তীতে ২৫/৪/২০১৭ ইং তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের (অডিট উপ-কমিটির সদস্য জনাব উত্তম কুমার পাল, সহকারী প্রধান শিক্ষক ও জনাব মো: আব্দুস সালাম আরিফ, সহ: শিক্ষক, কম্পিউটার) হাতে নিয়োগ পত্র প্রদান করেন জনাব শুক্লা রাণী মন্ডল, প্রধান শিক্ষক। অডিট উপ-কমিটির আরেক সদস্য জনাব আশরাফ মল্লিক ২দিন পরে নিয়োগপত্র হাতে পান। এদিকে প্রধান শিক্ষক মহোদয় ২৫/৪/২০১৭ ইং তারিখ থেকে ০১/৫/২০১৭ ইং তারিখ পর্যন্ত অডিট করার জন্য সময় বেধে দেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় খাতাপত্র ও ভাউসার সময় মত আমরা পাইনি। ২৪ ঘন্টা হিসেবে আমরা অডিট করার সময় পাই মাত্র ৪দিন বা ১২/১৪ ঘন্টা। উক্ত অডিট কার্য সম্পাদন করতে হয়েছে তাকে সামনে রেখেই। আশ্চর্য বিষয় ভাউসার চেক করতে যেয়ে সন্দেহ জনক ভাউসার সম্পর্কে বিতর্ক হলে প্রধান শিক্ষক স্বীকার করেছেন যে ওটা ফলস ভাউসার।

সংস্কার কাজের জন্য যে বিশাল অংকের টাকা এখানে খরচ দেখানো হয়েছে তা বাজেট অনুমোদন হয়েছে কিনা; খরচ পরিচালনার জন্য কোন উপ-কমিটি তৈরি হয়েছে কিনা। খরচের বাজেট তৈরি ও অনুমোদন এবং কাজ যথাযথ তদারকি করা ও কাজ পরিচালনার জন্য উপ-কমিটি না থাকে বিশাল অংকের টাকা পরিকল্পনা বিহীন খরচ করার সুযোগ থেকে যায়। ভাউসার অনুসন্ধান করতে যেয়ে দেখা যায় যে কোন ভাউসারে উক্ত উপ-কমিটির কোন স্বাক্ষর নাই। ক্রেতার স্বাক্ষর নেই। সভাপতির মহোদয়ের অপ্রয়োজনীয় স্বাক্ষর নেয়া হয়েছে। ভাউসারে সভাপতির স্বাক্ষর কেন প্রয়োজন? কোন দলিলের উপর ভিত্তি করে তিনি স্বাক্ষর করবেন? তিনি দেখবেন উপ কমিটির স্বাক্ষর আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে তিনি ইচ্ছে করলে স্বাক্ষর করলে করতেও পারেন। ভাউসারে সভাপতির স্বাক্ষর মুখ্য বিষয় নয়। কারণ তিনি মাল ক্রয় করতে যাননি, বা কতটুকু উপকরণ আসল বা প্রয়োজনীয় উপকরণ ঠিকমত প্রয়োগ করা হয়েছে কিনা তা তাঁর দেখার বিষয় নয়। প্রধান শিক্ষকের ঐ একই ভুমিকা থাকার কথা ছিল; কিন্তু তিনি করেননি। তিনি শুধু ভাউসার মঞ্জুরের জন্য স্বাক্ষর করবেন। সেই হিসেবে প্রতিটি ভাউসার মঞ্জুর হিসেবে স্বাক্ষর থাকবে। সকল ভাউসারে একই অবস্থা দেখা গেছে। উপ-কমিটি কর্তৃক আনিত ভাউসার প্রধান শিক্ষক মঞ্জুর করবেন। সর্বশেষে মিটিং-এর মাধ্যমে উপস্থাপন করিয়ে রেজুলেশন তৈরি করে সভাপতির স্বাক্ষরের মাধ্যমে উক্ত কাজ অনুমোদন করা হবে। খরচ পরিচালনার জন্য রেজুলেশনে উপ-কমিটি তৈরি করার অনুমোদন থাকলেও প্রধান শিক্ষক কোন ভাউসারে উপ-কমিটির স্বাক্ষর নেয়ার প্রয়োজন মনে করেন নি। কার্যত: উক্ত কমিটিকে কোন মূল্যায়ন না করে বা তাদের উপর দায়িত্ব না দিয়ে তিনি একাই মাল ক্রয় ও কাজ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। যা সম্পূর্ণ অবৈধ ও বে-আইনী। কোন কাজ যখন একাই পরিচালনার দায়িত্ব নিজেই নেন সেখানে অবশ্যই অসৎ উদ্দেশ্য থাকে। অডিট করতে যেয়ে তারই অসতের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই।

অডিট করা ও প্রতিবেদন দাখিল করা যথেষ্ঠ শ্রমসাধ্য একটি কাজ। তারিখের ক্রম অনুযায়ী এক এক করে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সন্দেহজনক ভাউসারের টাকার পরিমানের অসামঞ্জস্য এবং সর্বশেষে মোট টাকা উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে অর্থবছর অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রদান করা হলো-

সত্যায়িত

২৭/৮/২২

উত্তম কুমার পাল (বি,এ,বি,এড)
প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত)
জাহানাবাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
শালতলা,বাগেরহাট
ইনডেক্স-৭৫০৮৬৯

(২)

২০১৪-১৫ অর্থবছর

দোকান ঘর মেরামতের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও ব্যয়

[illegible]	তারিখ	সিমেন্ট	বালি (ফুট)	বালি সিলেট (ফুট)	সাদা সিমেন্ট (কেজি)	খোয়া (ফুট)	ইট	টাকা	মন্তব্য
১	২৪-১১-২০১৪	১০	৫০					৫৯২২	ক্রেতার স্বাক্ষর নেই
২	০১-১১-২০১৪	১০	৫০					৫৬০০	
৩	০৭-১২-২০১৪	১০	৫০					১০১৮০	
৪	১৮-১২-২০১৪	১০	৫০					৫৫০০	
৫	১৫-১২-২০১৪						৫০০	৩৫০০	
৬	১৮-১২-২০১৪	১০	৫০					৫৫০০	
৭	২৩-১২-২০১৪				৫০			১৩০০	
৮	২৪-১২-২০১৪	১০	৫০					৫৫০০	
৯	২৫-১২-২০১৪				২০			৫২৫	
১০	১৩-০১-২০১৫	২০	১৫০			১২৫		২৪১০০	
১১	১৭-০১-২০১৫	৩						১২৩০	
১২	৩১-০৩-২০১৫	১০	২৫			৫০		৯০০০	ফ্লইড মারা এবং মাসের শেষে
	মোট	৯৩	৪৭৫		৭০	১৭৫	৫০০	৭৭৮৫৭	

৮টি দোকানে কতটুকু কাজ করা হয়েছে তা সুনির্দিষ্ট উল্লেখ নেই। সকল দোকান ঘরের দেয়াল প্লাস্টার হয়ে থাকলে কতটুকু হয়েছে। সকল বীম সংস্কার করা হয়েছে কিনা। তা তদন্ত সাপেক্ষে জানা যাবে। তবে ৯৩ ব্যাগ সিমেন্ট কিভাবে কোথায় লাগানো হয়েছে? তা তদন্ত সাপেক্ষ। আমরা এখানে দোকানঘরের সম্ভাব্য কাজের পরিমান ধরে হিসাব করেছি। সকল দোকানে একই কাজ হয়নি। যদি হয়ে থাকে ১টি বা ২টি দোকানে হয়েছে।

কনস্ট্রাকশন কাজের নিয়মানুযায়ী ১০০ বর্গফুট জায়গা প্লাস্টার করতে ১:৫ অনুপাতে সিমেন্ট বালি প্রয়োজন হয়। প্রতিটি রুম ২৭ দেয়ালের দৈর্ঘ্য ×৮ফুট দেয়ালের উচ্চতা=২১৬ বর্গফুট দেয়াল অর্থাৎ ২ ব্যাগের একটু বেশী সিমেন্ট-এর প্রয়োজন হবে। সিলিং ৭×৯=৬৩ বর্গফুট অর্ধেক (১/২) সিমেন্ট প্রয়োজন হবে। দেয়াল, সিলিং ও বীমে বড়জোর ৪ ব্যাগ সিমেন্ট লাগতে পারে। সেখানে সকল দোকান (?) একইভাবে প্লাস্টার বা সংস্কার করা হয় তবে ৩২ ব্যাগ সিমেন্ট প্রয়োজন হয়। ছাদের আয়তন= দৈর্ঘ্য ৭২ ফুট × প্রস্থ ১০ফুট × ১.৫ ইঞ্চি উচ্চতা=৯০ ঘনফুট। ছাদের জন্য ১৫ ব্যাগ যদি ব্যবহার হয় তাহলে সর্বমোট ৩২+১৫=৪৭ ব্যাগ সিমেন্ট খরচ হওয়ার কথা। প্লাস্টারে ৩২ ব্যাগ সিমেন্টের সাথে (১:৫ হারে) ১৬০ ব্যাগ বালির প্রয়োজন অর্থাৎ ৩২০ ফুট বালির প্রয়োজন। ছাদের ঢালাইয়ে ১:২:৪ অনুপাতে মিশ্রণের প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে বালির ৬০ ফুট ও চিপখোয়া ১২০ ফুট প্রয়োজন হয়। ছকে দেখা যাচ্ছে ৪৭৫ ফুট বালি ক্রয় হয়েছে আর হিসাব মতে বালির প্রয়োজন হয়েছে ৩৮০ ফুট; এখানে ৯৫ ফুট বালি বেশী ক্রয় ও চিপখোয়া ৫৫ ফুট বেশী ক্রয় হয়েছে। উল্লেখ্য এখানে সিমেন্ট, বালি ও চিপখোয়া মিশানোর আনুপাতিক হার কত, তা একমাত্র উপ-কমিটি বা উক্ত কাজের মিস্ত্রি বলতে পারবে। আর এর উপর নির্ভর করবে বালি ও খোয়া আসলে কতটুকু ব্যবহৃত হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে সকল দোকান কি একইভাবে সংস্কার করা হয়েছে। যা তদন্ত সাপেক্ষে জানা যাবে। ভাউসারে দেখা যাচ্ছে ৯৩ ব্যাগ সিমেন্ট ক্রয় হয়েছে। সিমেন্ট ব্যবহার হচ্ছে ৪৭ ব্যাগ। অতিরিক্ত ৯৩-৪৭=৪৬ ব্যাগ সিমেন্ট বেশী ক্রয় হয়েছে। এখানে অতিরিক্ত সিমেন্ট ৪৬ ব্যাগ, ৯৫ ফুট বালি ও চিপখোয় ৫৫ ফুট বেশি ক্রয় হয়েছে; যার মূল্য সিমেন্ট ৪৬×৪০৫=১৮,৬৩০/-, বালি ৯৫×৩৪=৩,২৩০/- এবং চিপখোয়া ৫৫×৮০=৪,৪০০/- (এখানে মালের রেট ধরা হয়েছে তারই ক্রয়কৃত মালের উপর)। সর্বমোট অতিরিক্ত খরচ দেখা যাচ্ছে ২৬,২৬০/- টাকা।

মিস্ত্রি লেবার লাগানো হয়েছে ১/১১/২০১৪ তারিখে। প্রায় ২৩ দিন পর অর্থাৎ ২৪/১১/১৪ তারিখে ১০ ব্যাগ সিমেন্ট বালি কেনা হয়েছে।

সত্যায়িত
[signature] ২৭/৮/২২
উত্তম কুমার পাল (বি,এ,বি,এড)
প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত)
জাহানাবাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
শালতলা, বাগেরহাট
৭৫০৮৬৯

[illegible]	[illegible]	২	৩	২৬ থেকে ৩০ ক্রমিকে প্রতিদিনের কাজের ভাউচার দেখা যাচ্ছে।	১৯০০	২৭নং ক্রমিকে অতিরিক্ত মিস্ত্রি ও লেবার দেখানো হয়েছে। ২৯নং ক্রমিকে ১ দিনে ৬জন মিস্ত্রি ১২ লেবার দেখানো হয়েছে। ছোট ছোট দোকানঘর এক সাথে এত মিস্ত্রি ও লেবার লাগানো অযৌক্তি।
[illegible]	[illegible]-১২-২০১৪	৪	৬		৩৮০০	
[illegible]	[illegible]-১২-২০১৪	২	৪		২২০০	
[illegible]	[illegible]-১২-২০১৪	৬	১২		৬৬০০	
[illegible]	[illegible]-১২-২০১৪	৪	৫		৩১০০	অসামঞ্জস্য এ্যামাউন্ট।
[illegible]	২৭-১২-২০১৪					
[illegible]	২৮-১২-২০১৪					
[illegible]	২৯-১২-২০১৪					
[illegible]	৩০-১২-২০১৪					
[illegible]	৩১-১২-২০১৪					
৩৬	০১-০১-২০১৫					
৩৭	০২-০১-২০১৫			৩৭-৪১নং ক্রমিকে মিস্ত্রি লেবার অসামঞ্জস্য। ৫দিনে ৮জন মিস্ত্রি এবং ১২ জন লেবার।		
৩৮	০৩-০১-২০১৫					
৩৯	০৪-০১-২০১৫					
৪০	০৫-০১-২০১৫				৮১০০	২-৬ তাং
৪১	০৬-০১-২০১৫	৮	১২			
৪২	০৭-০১-২০১৫			১জন মিস্ত্রি ও ২জন লেবারের পারিশ্রমিক কিভাবে ৩০০০ টাকা হয়??		
৪৩	০৮-০১-২০১৫				৩০০০	৮-৯ তাং/সংখ্যা
৪৪	০৯-০১-২০১৫	১	২			
৪৫	১০-০১-২০১৫			প্রতিদিন ২ জন মিস্ত্রি লাগানো হয়েছে, কিন্তু লেবার পরিমান কমবেশি লক্ষণীয়। তাদের পারিশ্রমিকও তুলনামুলক বেশি দেখা যাচ্ছে। ৪৮নং ক্রমিকে ২৩০০ টাকা হলে ৪৯নং ক্রমিকে কিভাবে ২৬৫০ হয়?	১৭০০	
৪৬	১১-০১-২০১৫	২	৩		১৭০০	
৪৭	১২-০১-২০১৫	২	৩		২৩০০	সংখ্যার সাথে টাকার গড়মিল
৪৮	১৩-০১-২০১৫	২	৫		২৬৫০	
৪৯	১৪-০১-২০১৫	২	৫		২০০০	
৫০	১৫-০১-২০১৫	২	৪	এখানেও হিসাবের গড়মিল দেখা যাচ্ছে।		
৫১	১৬-০১-২০১৫				৩০০০	
৫২	১৭-০১-২০১৫	৩	৬			
৫৩	১৮-০১-২০১৫				১০০০	
৫৪	১৯-০১-২০১৫	১	২		৯৩০৫০	
	মোট	৭৮	১৪০			

১নং ক্রমিকে অর্থাৎ ১/১১/১৪ তারিখে ৪৮০০ টাকার পারিশ্রমিকের পেমেন্ট দেখা যাচ্ছে। সেখানে মিস্ত্রির ও লেবারে সংখ্যা উল্লেখ নেই। ১মাস পরে ১/১২/১৪ তারিখেও ৪৮০০ টাকার পারিশ্রমিকের পেমেন্ট দেখা যাচ্ছে। সেখানেও মিস্ত্রির ও লেবারে সংখ্যা উল্লেখ নেই। এখানে লক্ষনীয় ১ মাসের ব্যবধানে মিস্ত্রি লেবার লাগানো হয়েছে। তাহলে ঐ ১/১১/১৪ তারিখের মিস্ত্রি লেবার কি কাজে পারিশ্রমিক দেয়া হয়েছে? ১/১১/১৪ তারিখের ভাউসারটি মিথ্যা বলে প্রতিয়মান হচ্ছে। তাছাড়া কোন ভাউসারে সাব-কমিটির স্বাক্ষর নেই।

<u>এখানে ১/১১/১৪ তারিখের টাকার ভাউসারটি ৪,৮০০/- ফলস</u>।

সত্যায়িত

উত্তম কুমার পাল (বি.এ.বি.এড)
প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত)
[illegible] উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
শালতলা, বাগেরহাট
[illegible]-৭৫০৮৬৯

... সময় এক সাথে ২ এর অধিক মিস্ত্রি ৫ জন লেবার খাটানো অর্থ তশ্রুপ ছাড়া আর কিছু নয়। তাছাড়া দেখা যাচ্ছে ... এবং ৪জন লেবার খাটানো হয়েছে।

... তারিখের ভাউসারে পেমেন্টের হার অসামঞ্জস্য। ২জন মিস্ত্রি ও ৩জন লেবারের পারিশ্রমিক হয় ১৯০০/- টাকা হয় কিন্তু ... টাকা। পরবর্তী তারিখে একই মিস্ত্রি একই লেবার পেমেন্ট দেখানো হয়েছে ২২০০ টাকা। সুতরাং উক্ত টাকা সম্পূর্ণ ...

<u>এখানে ২,৫০০/- টাকাই ফলস</u>।

... তারিখে (... নং ক্রমিকে) একই তারিখে ৩টি ভাউসার দেখানো হয়েছে। যা অসম্ভব ঘটনা। ১টি ভাউসার ছাড়া বাকী ২টি ... অর্থাৎ ৪৪০০ ...। এছাড়া পেমেন্টের হারও অমিল পরিলক্ষিত হয়। কোন ভাউসারেই সাব-কমিটির স্বাক্ষর নেই।

<u>এখানে পর পর ২টি ভাউসারের টাকা ৪,৪০০/- টাকা ফলস</u>।

১৫নং ক্রমিকে অর্থাৎ ... কোন কাজ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ১৬নং ক্রমিকে ১২/১২/১৪ তারিখে ৮১ বর্গফুটের দোকানে এক সাথে ৩ জন মিস্ত্রি ৫ জন লেবার খাটানো ... তশ্রুপ ছাড়া আর কিছু নয়। তাছাড়া দেখা যাচ্ছে প্রতিদিনে ২জন করে মিস্ত্রি লাগনো এবং ৪জন লেবার খাটানো হয়েছে। কিন্তু এখানে ... ৫ জন লেবার খাটানো হয়েছে। কোন ভাউসারেই সাব-কমিটির স্বাক্ষর নেই।

<u>এখানে মূল পেমেন্টের ৫০% অর্থ আত্মসাত অর্থাৎ ২,২০০/- টাকা</u>।

১৭নং ক্রমিকে অর্থাৎ ... কোন কাজ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ১৮নং ক্রমিকে ১৪/১২/১৪ তারিখে ৮১ বর্গফুটের দোকানে এক সাথে ৪ জন মিস্ত্রি ৮ জন লেবার খাটানো ... তশ্রুপ ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং প্রতিটি ভাউসার সুকৌশলে অর্থ তশ্রুপের ঘটনা ঘটেছে। ক্রেতার স্বাক্ষর নেই।

<u>এখানে মূল পেমেন্টের ৫০% অর্থ আত্মসাত অর্থাৎ ২,২০০/- টাকা</u>।

মিস্ত্রি ও লেবার তারা দিন ... দিন খায় অথচ তাদেরকে সময়মত পারিশ্রমিক প্রদান না করে একটা শুভংকরের ফাঁক দেখা যাচ্ছে।

২০ ও ২১নং ক্রমিকে অর্থাৎ .../১১/১৪ ও ১৭/১১/১৪ তারিখে কোন কাজ হয়নি বলে প্রতিয়মান হচ্ছে। ২২নং ক্রমিকে অর্থাৎ ১৮/১১/১৪ তারিখে ৪জন মিস্ত্রি ও ৮জন লেবার ... হয়েছে। একদিনে এক সাথে ৪ জন মিস্ত্রি ৮ জন লেবার খাটানো অর্থ তশ্রুপ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রতি মিস্ত্রি হারে ২জন লেবার। একটা ...মূলক কাজে এটা অসম্ভব ব্যাপার।

<u>এখানেও মূল পেমেন্টের ৫০% অর্থ আত্মসাত অর্থাৎ ২,২০০/- টাকা</u>।

২৬ থেকে ৩০ ক্রমিকে প্রা...র কাজের ভাউচার দেখা যাচ্ছে। ২৭নং ক্রমিকে কি করে ৪ জন মিস্ত্রি এবং আনুপাতিক হারে লেবার ৬ জন। এটা স্পষ্টতই অসামঞ্জস্য। ২৯নং ক্রমিকে কি করে ১দিনের জন্য ৬ জন মিস্ত্রি ও ১২ জন লেবার প্রয়োজন হয়? মনে হচ্ছে পদ্মা ব্রীজ তৈরী করেছে। আবার ৩০নং ক্রমিকে ৪জন মিস্ত্রি ... জন লেবার লাগানো হয়েছে। কি অসম্ভব ব্যাপার! ২৬-৩০ ক্রমিকে প্রতিদিন ২জন মিস্ত্রি ও ৪জন লেবারের পারিশ্রমিক দাড়ায় ২২০০×৫দিন=১১০... টাকা (ক্রেতার রেট অনুযায়ী)। কিন্তু ২৬-৩০ ক্রমিকে খরচ দেখানো হয়েছে ১৭৬০০/- টাকা।

<u>এখানে ১৭৬০০-১১০০০=৬,৬০০/- টাকা ফলস</u>।

৩১ থেকে ৪০ ক্রমিকে কা...নে দেখা যাচ্ছে। ৪১নং ক্রমিকে কি করে ৮ জন মিস্ত্রি এবং ১২ জন লেবার লাগানো হয়েছে। ভাউসারে ২/১/১৫ তারিখ থেকে ৬/১/১৫ তা... অর্থাৎ ৫দিনের কাজের হিসাব দেখা যাচ্ছে। যা বৈধ উপায় নয়। এই ৫দিনে ৮জন মিস্ত্রি ও ১২জন মিস্ত্রি লাগানো হয়েছে। পূর্বের কাজের ব...যায়ী এটা অসামঞ্জস্য। আবার ৪২নং ক্রমিক অর্থাৎ ৭/১/১৫ তারিখে কাজ হয়নি দেখা যাচ্ছে। এখানে ধরে নেয়া যায় ৩১ থেকে ৪২নং ক্র... অর্থাৎ ২৭/১২/২০১৪ তারিখ থেকে ৭/১/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত কোন কাজ হয়নি। সুতরাং ৪১নং ক্রমিক অর্থাৎ ৬/১/২০১৫ তারিখের ভাউ...পূর্ণ ফলস। হিসাবটা অন্যভাবে দেখলে আরো অসামঞ্জস্য ফুটে ওঠে। মিস্ত্রি মজুরি হার ৫০০ টাকা, লেবারের মুজুরি

সত্যায়িত
২৭/৬/২২
উত্তম কুমার পাল (বি,এ,বি,এড)
...শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত)
... বালিকা বিদ্যালয়

[illegible] ৪৬ ও ৪৭ ক্রমিকে ২ জন মিস্ত্রি ও ৩জন মিস্ত্রির পারিশ্রমিক আসে ১৯০০/-টাকা কিন্তু দেখানো হয়েছে ১৭০০/-। ৪৮ ও ৪৯নং
[illegible] ৪জন মিস্ত্রি ও ১০জন লেবারের পারিশ্রমিক আসে ৫০০০/- টাকা; কিন্তু দেখানো হয় ৪৯৫০/- টাকা। ৫০নং ক্রমিকে ২জন মিস্ত্রি ও
[illegible] যাদের পারিশ্রমিক আসে ২২০০/-টাকা কিন্তু দেখানো হয় ২০০০/-। চুক্তি অনুযায়ী মিস্ত্রি লেবার প্রতিদিন এবং একই হারে পেমেন্ট
[illegible] কথা। মিস্ত্রি লেবার চুক্তি অনুযায়ী পারশ্রমিক কম দেয়াও প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু এখানে তা করা হয়নি। সর্বোপরি পেমেন্টদাতার
[illegible] নেই।

<u>এখানে ৮,১০০/- টাকা ফলস</u>।

সেখানে ১ জন মিস্ত্রি এবং ২
৪৩ এবং ৪৪ ক্রমিক ৮/১/১৫ তারিখ এবং ৯/১/১৫ তারিখের মধ্যে শুধুমাত্র ৯/১/১৫ তারিখের ভাউসার করা হয়েছে। পারিশ্রমিক অনুযায়ী ১১০০ টাকা হওয়া
জন লেবার লাগানো হয়েছে। এখানে মিস্ত্রি লাগানোর ধারাবাহিকতা নেই; মাত্র ১জন মিস্ত্রি ও ২জন লেবার। পেমেন্টদাতর
উচিৎ। ভাউসারে খরচ দেখানো হয়েছে ৩০০০/- টাকা। সুতরাং ৪৪নং ক্রমিক অর্থাৎ ৯/১/২০১৫ তারিখের ভাউসার সম্পূর্ণ ফলস।
স্বাক্ষর নেই।

<u>এখানে ৩,০০০/- টাকা ফলস</u>।

---

৪৬ ও ৪৭নং ক্রমিকে ২জন মিস্ত্রি ও ৩জন লেবার কাজ করেছে এবং পারিশ্রমিক দেয়া হয়েছে ১৭০০/- টাকা করে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু পেমেন্টের হার অনুযায়ী আসে ১৯০০/- টাকা। এখানে কম দেয়ার কোন জায়গা নেই তাই দুটো ভাউসারই ফলস। আর দিলেও তার প্রমান থাকতে হবে। ৪৮ ও ৪৯নং ক্রমিকে ২জন করে মিস্ত্রি ও ৫জন লেবার দেখা যাচ্ছে। এখানে উক্ত ২দিনে ২+২=৪ জন লেবার বেশি দেখা যাচ্ছে। ৪৮নং ক্রমিক অর্থাৎ ১৩/১/১৫ তারিখে পেমেন্ট দেখানো হয়েছে ২৩০০/- টাকা; সেখানে একই হারে ৪৯নং ক্রমিকে অর্থাৎ ১৪/১/১৫ তারিখে কি করে ২৬৫০/- টাকা হয়। পেমেন্টদাতার স্বাক্ষর নেই। সেজন্য ৪৯নং ক্রমিকের ভাউসার সম্পূর্ণ ফলস ধরা হলো।

<u>এখানে মোট ৬,০৫০/- টাকা ফলস</u>।

---

৫০ ক্রমিক ১৫/১/১৫ তারিখের ভাউসার সন্দেহজনক। ৫০নং ক্রমিকে ২জন মিস্ত্রি ও ৪জন লেবার কাজ করেছে দেখা যাচ্ছে। মিস্ত্রি ২জন×৫০০ টাকা=১০০০/- টাকা, লেবার ৪জন×৩০০টাকা= ১২০০/- টাকাসহ মোট ২২০০/-টাকা খরচ হওয়ার কথা। কিন্তু খরচ দেখানো হয়ে ২০০০/- টাকা। হিসাবে কম বা বেশী দেখানোর কোন সুযোগ নেই। পেমেন্টদাতার স্বাক্ষর নেই। উক্ত ২০০০/- টাকার ভাউসারটি ফলস।

<u>এখানে ২,০০০/- টাকা ফলস</u>।

---

৫২ ক্রমিক ১৭/১/১৫ তারিখের ভাউসার সন্দেহজনক। ৫২নং ক্রমিকে ৩জন মিস্ত্রি ও ৬জন লেবার কাজ করেছে দেখা যাচ্ছে। মিস্ত্রি ৩জন×৫০০ টাকা=১৫০০/- টাকা, লেবার ৬জন×৩০০টাকা= ১৮০০/- টাকাসহ মোট ৩,৩০০/-টাকা খরচ হওয়ার কথা। কিন্তু খরচ দেখানো হয়ে ৩০০০/- টাকা। হিসাবে কম বা বেশী দেখানোর কোন সুযোগ নেই। চুক্তি অনুযায়ী মিস্ত্রি লেবার পেমেন্ট পাওয়ার কথা। পেমেন্টদাতার স্বাক্ষর নেই। সুতরাং ৩,০০০/-টাকার ভাউসারটি ফলস।

<u>এখানে ৩,০০০/- টাকা ফলস</u>।

---

৫৪ ক্রমিক ১৯/১/১৫ তারিখের ভাউসার সন্দেহজনক। ৫৪নং ক্রমিকে ১জন মিস্ত্রি ও ২জন লেবার কাজ করেছে দেখা যাচ্ছে। মিস্ত্রি ১জন×৫০০ টাকা=৫০০/- টাকা, লেবার ২জন×৩০০টাকা= ৬০০/- টাকাসহ মোট ১১০০/-টাকা খরচ হওয়ার কথা। কিন্তু খরচ দেখানো হয়ে ১০০০/- টাকা। হিসাবে কম বা বেশী দেখানোর কোন সুযোগ নেই। পেমেন্টদাতার স্বাক্ষর নেই। উক্ত ১০০০/- টাকার ভাউসারটি ফলস।

<u>এখানে ১,০০০/- টাকা ফলস</u>।

সত্যায়িত

২৭/৮/২২

উত্তম কুমার পাল (বি,এ,বি,এড)
প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত)
জাহানাবাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
শালতলা, বাগেরহাট
ইনডেক্স-৭৫০৮৬৯

কম্পিউটার ক্রয় বাবদ

		টাকা	মন্তব্য
	একই এ্যামাউন্টে ২টি কম্পিউটার কেনা হয়েছে দেখা যায়। অথচ কম্পিউটার কেনা হয়েছে একটি। একটি ভাউসার ফলস।	২৩২৮৬	
		২৩২৮৬	
		৪৬৫৭২	

অর্থ বছরে মাত্র একটি কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে যা অফিসের কাজে ব্যবহার হচ্ছে। উপরোক্ত টেবিলে ০২/১২/১৪ তারিখ ও তারিখে একই এ্যামাউন্টে ২টি সিপিই বা কম্পিউটার ক্রয় দেখানো হয়েছে। যার একটি ফলস। (২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ২টি সিপিইউ টি করে ক্রয় করা হয়েছে। যা পরবর্তী অর্থ বছরে উল্লেখ আছে। আই এম এস-এ বর্তমানে ৩টি ডেস্কটপ ও ১টি ল্যাপটপসহ সর্বমোট ৪টি কম্পিউটার উল্লেখ রয়েছে।)

এখানে একটি ভাউসার ফলস যার টাকার পরিমান ২৩,২৮৬/- টাকা

আপ্যায়ন বাবদ

ক্র:নং	তারিখ	কত জন	দর					টাকা	মন্তব্য
১	০৫-০৩-২০১৫	৩২						৭২১০	তারিখ নাই / টাকাটা কে খরচ করে?
২	ঐ							১২৯০	
৩	২৬-০৪-২০১৫	২৫	১৮০					৪৫৭৫	টাকার মিল নেই/ক্রেতার স্বাক্ষর নেই
৪	১৩-০৬-২০১৫	২০	১৮০					৩৬০০	উজ্জ্বলের হাতের লেখা
৫	ঐ							১০৩০	
								১৭৭০৫	

নিয়োগবোর্ডে আপ্যায়ন বিল মাত্রাতিরিক্ত দেখা যাচ্ছে। নিয়োগবোর্ড-এ সাধারণত ৫ সদস্যবিশিষ্ট হয়ে থাকে। আপ্যায়ন করতে হলে উক্ত ৫জনসহ অতিরিক্ত আরো ৫জন মোট ১০জন হতে পারে সেখানে ৩২জন, ২৫জন, ২০জন খাবারের আয়োজন করা হয়েছে। যা প্রতিষ্ঠানের অর্থনীতির দিকে নজর না রেখেই ইচ্ছামত এ কাজটা করা হয়েছে। তাছাড়া সাধারণত হাফ বিরানী প্যাক আনা হয়ে থাকে। গড়ে ৮০থেকে ১০০টাকার মধ্যে থাকে সেখানে ১৮০টাকা মাথাপিছু নির্ধারণ করা হয়। যা সম্পূর্ণ অসততা ও অনৈতিক। ফুল প্লেটের বিরাণী আনা হয় না বা আনতে দেখিনি। আর ফুল প্যাকেটের বিরাণী খাওয়ার মত লোক স্কুলে দেখিনি। ৩নং ক্রমিকের ভাউসার ২৫×১৮০=৪৫০০ টাকা কিন্তু ভাউসারে লেখা হয়েছে ৪৫৭৫/- টাকা। হিসাবের পার্থক্য ৭৫/- টাকা। হিসাবে কম বা বেশী দেখানোর কোন সুযোগ নেই। এখানে সামান্য ভাউসার লিখতেও ভুল করেছে। সুতরাং ৩নং ক্রমিক বা ২৬/৪/১৫ তারিখের ভাউসার ফলস। ৪নং ক্রমিকের ভাউচার উজ্জলের হাতের লেখা। এখানে মাথাপিছু ১৮০ টাকার বিরাণী কখন সঠিক ভাউসার নয়। তাই উক্ত ৩নং ও ৪নং ক্রমিকের টাকা সম্পূর্ণ ফলস। ক্রেতার স্বাক্ষর নেই।

এখানে দুটি ভাউসার ফলস যার টাকার পরিমান ৮,১৭৫/- টাকা

সত্যায়িত

১১/১/২২

উত্তম কুমার পাল (বি,এ,বি,এড)
প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত)
জাহানাবাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
শালতলা,বালেরহাট
ইনডেক্স-৭৫০৮৬৯

সার্টার মেরামত

ক্রঃ	তারিখ	সংখ্যা		টাকা	মন্তব্য
১	৩০-১১-২০১৪	৫	প্রতিটি শার্টার মেরামত বাবদ দোকানদার থেকে ৫০% পরিশোধ করার শর্ত থাকে। বাকী ৫০% স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রদান করবে শর্ত থাকে। কিন্তু এখানে তা লক্ষনীয় নয়। কোন দোকানের শার্টার তা এখানে উল্লেখ নেই। দোকানদারের কাছ থেকে ভাউচারে সই থাকা প্রয়োজন এখানে তা দেখা যাচ্ছে না। অতিরিক্ত ভাউচার ফলস বলে ধরে নেয়া যায়।	২০০০০	ফলস
২	০৫-০২-২০১৫			৪০০	
৩	০৭-০৩-২০১৫			৭০০	
৪	৩১-০৩-২০১৫			১০০০০	তারিখের মিল নেই, স্বাক্ষর নেই
৫	৩১-০৩-২০১৫			৪৯৪২	ফ্লুইড মারা/ ফলস
৬	৩০-০৬-২০১৫			৪৯৭২	সভাপতির স্বাক্ষর নেই
	মোট			৪১০১৪	

সার্টারের ভৌতিক বিল করা হয়েছে। সার্টার মেরামতে যা প্রয়োজন হয়- সাধারণত স্প্রিং ছিড়ে যায়, যে প্লেটটার মধ্য দিয়ে সার্টার আসা যাওয়া করে তার নিচের দিকে দৈবক্রমে জং ধরে যায় বা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে স্প্রিং ক্রয় যার মূল্য ৫০০ টাকা থেকে ৭০০ টাকা হয় এবং স্প্রিং লাগানো মুজুরী বাবদ ১০০০/- টাকা হতে পারে। এর বেশী কোন মতেই হতে পারে না। অথচ এখানে বিশাল বিশাল এ্যামাউন্টের ভাউসার করা হয়েছে যা অকল্পনীয়।

১নং ক্রমিকে অর্থাৎ ৩০/১১/২০১৪ একসাথে ৫টি সার্টার মেরামত দেখানো হয়েছে যার বিল ২০,০০০/- টাকা। তাও মাষের শেষে ব্যয়ের খাতায় উল্লেখ করা হয়েছে। দোকানদারের সাথে শর্ত থাকে যে, সার্টার মেরামতে ৫০%+৫০% ভাগাভাগি করে খরচ করা হবে। এখানে তা দেখা যাচ্ছে না। কোন দোকানের সার্টার তাও স্পষ্ট উল্লেখ নেই বা উক্ত দোকানদারের সাক্ষী হিসেবে দোকানদারের স্বাক্ষর প্রয়োজন ছিল, তাও নেই। আর একসাথে ৫টি দোকানের সার্টার খারাপ এবং এত বিল! ভৌতিক বটে! ২০,০০০/- টাকার ভাউসার ফলস। ৩, ৪ ও ৫নং ক্রমিকে একই মাসে তিনবার সার্টার মেরামত বাবদ ১৫৬৪২/- টাকা দেখানো হয়েছে। সব ভাউসারে তারিখ নেই, নির্দিষ্ট দোকান উল্লেখ নেই, স্বাক্ষর নেই, দোকানদারের স্বাক্ষর নেই, ৫০% শেয়ারও নেই এবং ফ্লুইড দেয়া। সুতরাং ৪নং ও ৫নং ভাউসার ফলস। অর্থাৎ ১৪৯৪২/- টাকা ফলস। গেল ৫+৩=৮টি দোকানের হিসাব (ধারণা)। পুনরায় ৬নং ক্রমিকে অর্থাৎ ৩০/৬/১৫ তারিখে পুণরায় সার্টার মেরামত বাবদ ৪,৯৭২/-টাকা যেখানে সভাপতির স্বাক্ষর নেই (যদিও সভাপতির স্বাক্ষর এখানে প্রয়োজন আসছে না) কিন্তু মাঝে মাঝে সভাপতি মহোদয়ের স্বাক্ষর কেন নিয়েছেন তা প্রধান শিক্ষকই বলতে পারবেন। সুতরাং ৬নং ক্রমিকের ভাউসার ৪৯৭২/- টাকা ফলস। ৬টি তারিখে এখানে দেখা যাচ্ছে মোট ১০টি সার্টার মেরামত করা হয়েছে; অথচ অতীতে দোকান ছিল ও বর্তমানে আছে মোট ৮টি।

<u>এখানে ১, ৪, ৫ ও ৬নং ক্রমিকে ভাউসার ফলস যার টাকার পরিমান ৩৯,৯১৪/- টাকা</u>

<u>সর্বমোট ১,৪৭,৮৮৫/- টাকা</u>

সত্যায়িত
২৩/৮/২২

উত্তম কুমার পাল (বি.এ.বি.এড)
প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত)
জাহানাবাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
খালতলা, বাগেরহাট
ইনডেক্স-৭৫০৮৬৯

৩০/১২/২০১৫ তারিখে আপ্যায়ন বাবদ ৫০০ টাকার ভাউসার দেখা যাচ্ছে, যা উজ্জলের (অফিস সহকারি) হাতের লেখা। অর্ণব স্টোর
...াপেল বিক্রি হয় না। কিন্তু উক্ত দোকানের ভাউসার এনে নিজ হাতে ভাউসার লেখা এবং ব্যয় দেখানো অবৈধ। ক্রেতার স্বাক্ষর নেই। তাই
ভাউসারটি ফলস।

৪নং ক্রমিকের ভাউসার ৫০০/- টাকা ফলস।

---

৫ ও ৬নং ক্রমিকে ১৩/১২/২০১৫ তারিখে আপ্যায়ন বাবদ ৪৮৭৫+৮৫০=৫৭২৫ টাকার ভাউসার। যেখানে ১৫ জনের খাবারের কথা উল্লেখ এবং
চাল কেনা দেখা যাচ্ছে। কি কারণে চাল ক্রয় করা হলো, কি বাবদ আপ্যায়ন এবং একই তারিখে ৮৫০ টাকা কোন উপলক্ষে ভাউসার তা উল্লেখ
নেই। চাউল কিনে ১৫জন অতিথি আপ্যায়ন স্কুলে হয়েছে কিনা জানা নেই। মাথাপিছু ২৫০ টাকায় ১৫ জনের ৩৭৫০/- টাকা প্রয়োজন হয়। যা
অসম্ভব ক্রেতার স্বাক্ষর নেই। তাই উক্ত ভাউসারটি ফলস।

৫ ও ৬ নং ক্রমিকের ভাউসার ৫,৭২৫/- টাকা ফলস।

৭নং ক্রমিকে ২৬/১২/২০১৫ তারিখে আপ্যায়ন বাবদ ১৪৩৫/- টাকার ভাউসার। যেখানে ১১ জনের খাবারের কথা উল্লেখ আছে। হাফ বিরানীর প্লেট
৮০ টাকা থেকে ১০০ টাকা হতে পারে। কি করে ১৩০ টাকা হলো। ক্রেতার স্বাক্ষর নেই। তাই উক্ত ভাউসারটি ফলস।

৭নং ক্রমিকের ভাউসার ১,৪৩৫/- টাকা ফলস।

৮নং ক্রমিকে ৩১/১/২০১৬ তারিখে এসএমসি মিটিং আপ্যায়ন বাবদ ১২০০/- টাকার ভাউসারে উল্লেখ আছে। কিন্তু ঐ তারিখে অনুসন্ধান করে জানা
গেছে যে উক্ত তারিখে এসএমসি মিটিং হয়নি। খরচটি ব্যয় খাতায় লেখা নেই। শুধু ভাউসার দেখা যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে কিভাবে হিসাব সমন্বয় করা
হয়েছে? ভাউচারটি আইডিয়াল বেকারীর এবং উজ্জলের হাতের লেখা। ক্রেতার স্বাক্ষর নেই। তাই উক্ত ভাউসারটি ফলস।

৮নং ক্রমিকের ভাউসার ১,২০০/- টাকা ফলস।

০২/৩/২০১৬ : পুরস্কার বিতরণ সংক্রান্তঃ

রেজুলেশন খাতায় খরচ অনুমোদন দেখা যায় ২০,০১৫/- টাকা

অথচ ব্যয় খাতায় খরচ দেখা যাচ্ছে ২৮,৩৪৭/- টাকা

অতিরিক্ত টাকা অর্থাৎ ৮,৩৩১/- টাকা অনুমোদ দেখা যায় নি। তাই উক্ত টাকা ফলস।

উল্লেখ্য যে প্রধান শিক্ষিকা অডিট করার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করেননি বা সহোযোগিতা করেনি। রেজুলেশন খাতা আমরা শিক্ষকবৃন্দ/অডিট
কমিটি দেখাতে পারবে না যা তথ্য গোপন অভিপ্রায়। যা তথ্য অধিকার আইনে শাস্তির মধ্যে পড়ে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের অতিরিক্ত খরচ মোট = ১,১১,৩২৪.৬৬ টাকা ফলস।

১। পরিবারের প্রধান যদি অদক্ষ ও অযোগ্য হয় তাহলে তা পরিবারের অন্য সদস্যদের উপর বর্তায়। শিক্ষক/শিক্ষিকা, ছাত্র/ছাত্রী অভিভাবক এবং ছাত্র/ছাত্রীদের সাথে প্রধান শিক্ষকের ব্যবহার বা আচরণ কখনই সন্তোষজনক নয়। তার ভিতর শিক্ষক সুলভ আচরণ কখনই দেখা যায়নি। কিছু হলেই প্রচন্ড চিৎকার এবং আঙ্গুল তুলে হুমকি-ধামকি দিতে থাকে। উনি বলেন যে, "আমাকে কেউ কিছু করতে পারবে না। আমি মামলা মকোর্দ্দমা করে এখানে এসেছি, মামলা মকর্দ্দমায় প্রচুর টাকা খরচ করেছি।" তিনি ইচ্ছা করলে নিয়োগকৃত ৭/৮ জন শিক্ষকদের কাছ থেকে ডোনেশন নিয়ে স্কুল উন্নয়নের জন্য অনেক কিছু করতে পারতেন। সে ইচ্ছা তার ভিতর দেখলাম না। তাতো করলোই না উল্টে স্কুলের জমাকৃত টাকা আত্মসাতের ব্যবস্থা করেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার ব্যাপারে তার ভিতরে কোন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়নি। স্কুলে প্রতিদিন দেরী করে আসা, তিনি না আসলে অফিস সহকারী স্কুলে আসেন না। স্কুলে আসার পর দেখা যায় উজ্জল ও তিনি টাকা পয়সার হিসাব নিয়ে বসে যায়। ক্লাশ পরিদর্শন, পরীক্ষার সময় পরীক্ষার হলে যেয়ে খোজ খবর নেয়া, তা তাকে করতে দেখা যায় না। ছাত্র-ছাত্রীদের নগন্য সংখ্যক উপস্থিতির ব্যাপারে কোন কার্যকরি পদক্ষেপ তিনি নেন না। বিষয়টি কমিটিতে উপস্থাপন করেছে কিনা আমাদের জানা নেই। ছাত্র/ছাত্রীদের অনুপস্থিতির ব্যাপারে অভিভাবকদের সাথে সবসময়ই যোগাযোগ রাখা দরকার। কিন্তু তিনি করেন না। আমরা পরামর্শ দিলেও দেখা যাবে একদিন হয়তো

সত্যায়িত
উত্তম কুমার পাল (বি.এ.বি.এড)
প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত)
জামানাবাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
শালতলা, বাগেরহাট
ইনডেক্স-৭৫০৮৬৯

[illegible] অভিভাবক নিয়ে একটি সভা করলো। ধরেই নিলাম আমাদের স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের (যারা ভর্তি হয়) মান অতি খারাপ। কিন্তু [illegible] ভর্তি হয়ে এস.এস.সি পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের খারাপ বা ভাল ফলাফল হওয়ার পিছনে আমরা শিক্ষকরাই অনেকাংশ দায়ী। পূর্ববর্তী [illegible] ভাল ছিল। কিন্তু শিক্ষকদের ও ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে অনুৎসাহের কারণে এ ফলাফল বিপর্যয় বলে আমরা মনে করি। প্রধান [illegible] শিক্ষকদের সাথে দূর্ব্যবহার, বস্তির মতো অসদ আচরণ, আঙ্গুল তুলে এক হাত দেখিয়ে দেয়া, কাজের মূল্যায়ন না দেয়া, [illegible] অসদ আচরণ, এমনকি এস.এম.সি কমিটির সাথে দূর্ব্যবহার, নিয়ন্ত্রনের অভাব, ছাত্র/ছাত্রীর প্রতি সুচারু দৃষ্টিভঙ্গির অভাব [illegible] শিক্ষক এবং ছাত্রীদের অনুৎসাহের অন্যতম কারণ। তাই এ ব্যাপারে সভাপতি মহোদয়ের প্রতি কার্যকরি পদক্ষেপ নেয়ার জন [illegible] আমরা আহবান জানাচ্ছি।

[illegible] শিক্ষিকাদের ছুটির Register Maintain করা হয় না। সহকারি প্রধান শিক্ষক হিসেবে এ দায়িত্ব পালন করলেও প্রধান শিক্ষক কখনই [illegible] করেন না। এ কারনে বিদ্যালয়ে হাজিরা নিয়ে বেশ জটিলতা লক্ষ্য করা যায়। প্রধান শিক্ষকের ছুটি কিভাবে হয় তা আমাদের জানা [illegible] তিনি কখন যায় কখন আসে নিজের ছুটি কিভাবে বৈধ করে নেন তাও জানা নেই। দেখা গেছে হাজিরা খাতায় একনাগাড়ে ৩ দিন বা ৫দিন [illegible] করেনি। কোন একদিন দেখা যাবে সেগুলি স্বাক্ষর হয়ে গেছে। আসলে প্রধান শিক্ষক নিজেই দেরী করেন আসেন এ কারণে তিনি সঠিক [illegible] নিতে পারেন না। তিনি কখনই Movement Register Maintain করেন না। তা ছাড়া প্রধান শিক্ষক না থাকলে করণিক বাবুও [illegible] না, কারণ বুঝতে পারলাম না। করণিক বাবুর আগমন বা প্রস্থান কি ব্যতিক্রমধর্মী? বেলা ১:৩০ অথবা ২:০০ টার পর তিনি আর বিদ্যালয়ে থাকেন না। করণিক বাবু কি প্রধান শিক্ষকের না স্কুলের? বিদ্যালয়ের কাজ অধিকাংশই এখন অনলাইনভিত্তিক। অনলাইনের সকল কাজগুলি বিদ্যালয়ের আইসিটি শিক্ষক করে থাকেন। প্রয়োজনীয় ও সঠিক তথ্য সরবরাহ করলেই সকল কাজ আইসিটি শিক্ষকই করে থাকেন। সরকারি নির্দেশনাগুলি যথাযথ ও সময়মত পালন হয় না। করণিক হিসেবে কাজগুলি নিজেই দায়ীত্ব নিয়ে করতে পারে কিন্তু তার অসততার কারণে সকল কাজ তাকে দিয়ে করানো বিপজ্জনকও বটে! একটা স্কুলের অফিসিয়াল সকল কাজই করণিকই করে থাকে। কিন্তু তার কাজ শিক্ষকরা করছেন। এতে শিক্ষকদের পাঠ দানে বাধার সৃষ্টি হয়। প্রধান শিক্ষক তাকে দিয়ে সঠিক কাজগুলি করিয়ে নিতে পারেন না। অদক্ষ, দূর্ণীতিবাজ, অসত ব্যক্তিদের দ্বারা স্কুল কখনই স্বাভাবিক গতিতে চলতে পারে না। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সভাপতির মহোদয়কে আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

৩। কোন টাকা বিশেষ করে পুরস্কার বিতরণী, বিদ্যালয় সংস্কার বা মেরামত, জানালা দরজা মেরামত, ইত্যাদি কাজ করতে হলে প্রথমেই বাজেট উপস্থাপন করে কাজ করতে হয়। পরবর্তীতে এস.এম.সি-এর সভায় ভাউচার অনুমোদন করে নিতে হয়। কিন্তু আমাদের পর্যবেক্ষণকৃত ২ অর্থ বছরে তা করা হয়নি। বিশেষ করে সাব-কমিটির সদস্যদের প্রত্যেক ভাউচারে স্বাক্ষর থাকবে এটাই নিয়ম। কিন্তু পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় প্রধান শিক্ষক শুধু প্রধান হিসেবে স্বাক্ষর করেছেন। স্কুল ধংসের কারন প্রশাসনের অদক্ষতাই প্রমান করে।

৪। ক্যাশ খাতা হিসাব সম্পূর্ণ হয় প্রতিমাসের হিসাব শেষে। কিন্তু দেখা গেছে ৫/৬ মাসেও ক্যাশ খাতা সম্পূর্ণ হয় না। তার প্রমাণ এখনও মে মাসের হিসাব নিকাশ (এই রিপোর্ট তৈরি করার সময়) করা হয়নি। কখন কখন দেখা যায় ক্যাশ খাতা না মিলিলে মাসের শেষে বাড়তি ভাউসার দিয়ে ক্যাশ খাতা মিলানো হয়েছে। প্রমাণ হিসেবে ফ্লুইড ব্যবহার ও কাটাকাটি। আসল ভাউচারের জায়গায় নকল ভাউচার দিয়ে টাকা মেলান হয়।

৫। ক্যাশ খাতার নিয়ম অনুযায়ী কোন মাসের উত্তোলিত টাকার সাথে বিদ্যালয়ের আয় যোগ করে তা থেকে ব্যয় বাদ দিলে Cash in hand পাওয়া যাবে। কোন মাসে ভাউচার বেশী দিলে বা কম দিলে হাতের টাকার বিশাল ব্যবধান পরিলক্ষিত হবে তা পরবর্তী মাসে সমন্বয় করতে হবে। সে ক্ষেত্রে ঐ মাসেই False ভাউচার দিয়ে তা ঠিক করতে হবে এমন কথা নয়।

৬। কিছু কিছু বড় খরচের ভাউচারে সভাপতি মহোদয়ের স্বাক্ষর আছে, তা আমরা সঠিক বলে মনে করি; কিন্তু যে সব ভাউচারে সভাপতি মহোদয়ের স্বাক্ষর নেই, শুধুমাত্র প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে স্বাক্ষর। সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যায় সেগুলি সবই মিথ্যা।

৭। কয়েকটা ভাউচারে দেখা যায় করণিক উজ্জল কুমার পাল-এর স্বাক্ষর। অবশ্য গত ১৫/৫/২০১৬ তারিখে উজ্জল নিজেই স্বীকার করেছে যে ভাউসারগুলি নিজের হাতের লেখা বা লিখতে হয়েছে।

৮। সর্বোপরি দেখা যায় ক্যাশ খাতা আয়ের খাতা, ব্যয়ের খাতায় অসংখ্য কাটাকাটি, ফ্লুইড দেয়া, ভাউচারে গরমিল, ব্যাংকের লেনদেনের সাথে ক্যাশ খাতার গরমিল, ভাউচারের তারিখের সাথে স্বাক্ষরের অমিল, কোনটাই আবার স্বাক্ষরবিহীন, কখন কখন মিস্ত্রিদের ও লেবারদের আনুপাতিক সম্পর্কের গরমিল, কখন কখন সংখ্যা ও পরিমান উল্লেখ নেই, শিক্ষকদের নামে বেশী উত্তোলিত টাকা, বাজেট ছাড়া খরচ, এক মাসের উত্তোলিত টাকা অন্য মাসে খরচ করা এ রকম অসংখ্য ভুল-ত্রুটি রয়েছে। এগুলি কোন শিক্ষক সমাজের কাম্য নহে। একজন প্রধান শিক্ষক হয়ে প্রধান শিক্ষকের চেয়ারে বসে এই সব দূর্ণীতিমুলক কাজ উক্ত চেয়ারকে অসম্মান করার সামিল। ফলে অত্র স্কুল মারাত্মক পরিণতি ভোগ করছে।

সত্যায়িত

২২/৮/২২

উত্তম কুমার পাল (বি.এ.বি.এড)
প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত)

[illegible] অনেক আগেই আমরা শিক্ষকগণ কমিটিকে জানানোর চেষ্টা করেছি কিন্তু জানাতে দেয়া হয়নি। কমিটির সাথে সাধারণ [illegible] না রাখতে পারে তার ব্যবস্থাও তিনি অতি সুকৌশলে প্রয়োগ করেছেন।

[illegible] করতে যেয়ে অনেক বাধার সম্মুখীন হয়েছি। আমাদেরকে স্বাধীনভাবে অডিট করতে দেওয়া হয়নি। এর মধ্য দিয়ে আমরা [illegible] চেষ্টা করেছি। কিছু ভুলত্রুটি থাকতে পারে, কারণ ভাউসারগুলি অতিদ্রুত পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছে। সময় পেয়েছি [illegible] দিনের মধ্যে মাত্র ১৩ বা ১৪ ঘন্টা। এই স্বল্প সময়ে দুই অর্থ বছরে অডিট সম্পাদন করা দুরুহ কাজ। হয়তো আরো [illegible] করতে পারতাম। যেমন ক্যাশ খাতার হিসাব দিতে পারিনি। এ জন্য সভাপতি মহোদয়ের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। দুই অর্থ বছরের [illegible]

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে টাকা আত্মসাতের পরিমাণ : ১,৪৭,৮৮৫.০০ টাকা

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে টাকা আত্মসাতের পরিমাণ : ১,১১,৩২৪.৬৬ টাকা

দুই অর্থ বছরে সর্বমোট টাকা আত্মসাতের পরিমান ২,৫৯,২০৯.৬৬ টাকা

কথায়: দুইলক্ষ উনষাট হাজার দুইশত নয় টাকা।

[illegible] অডিট রিপোর্ট সর্বমোট ১৯ (উনিশ) পৃষ্ঠা।

অডিট প্রতিবেদনকারীদের নাম	স্বাক্ষর	তারিখ:
১। উত্তম কুমার পাল, সহকারি প্রধান শিক্ষক:	[signature]	
২। মো. আব্দুস সালাম আরিফ, সহ শিক্ষক (আইসিটি):	[signature]	
৩। আশরাফ মল্লিক, অভিভাবক সদস্য:	[signature]	

সত্যায়িত

উত্তম কুমার পাল (বি,এ,বি,এড)
প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত)
আহমদাবাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
শালতলা,বাগেরহাট
ইনডেক্স-৭৫০৮৬১